| | | |
|---|---|---|
| 1. | Jams Stephenson (জেমস স্টিফেনসন) | "A sole trader is a person who carries on business exclusively by and for himself." (একক মালিক সেই ব্যক্তি, যে কেবল নিজে এবং নিজের জন্য কারবার পরিচালনা করে।) |
| 2. | Koonts & Fulmer (কুঞ্জ ও ফুলার) | "A sole proprietorship is a business owned and controlled by one person." (একজন ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে এক মালিকানা কারবার বলে।) |
| 3. | Gloss & Baker (গ্লস ও বেকার) | "A sole proprietorship is a business owned by one person and operated for his profit." (মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একক ব্যক্তির মালিকানাধীন কারবারই এক মালিকানা কারবার।) |
| 4. | M.C. Shukla (এম.সি. শুকলা) | "A sole proprietorship or one man business is a form of organization in which an individual produces independently with his own capital, skill and intelligence and is entitled to receive all the profits and assumes all the risks of ownership." (এক মালিকানা কারবার এমন একপ্রকার সংগঠন, যেখানে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাঁর পুঁজি, দক্ষতা ও বুদ্ধি খাটিয়ে উৎপাদন করে, সমুদয় মুনাফার অধিকারী হয় এবং কারবারের সকল ঝুঁকি গ্রহণ করে।) |

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, একজনমাত্র ব্যক্তির মালিকানাধীনে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত কারবারকেই এক মালিকানা কারবার বলে। এক মালিকানা কারবারকে নিম্নোক্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়–




## ২.১.২ এক মালিকানা কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features of Sole Proprietorship Business) ঃ

এক মালিকানা কারবারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো–

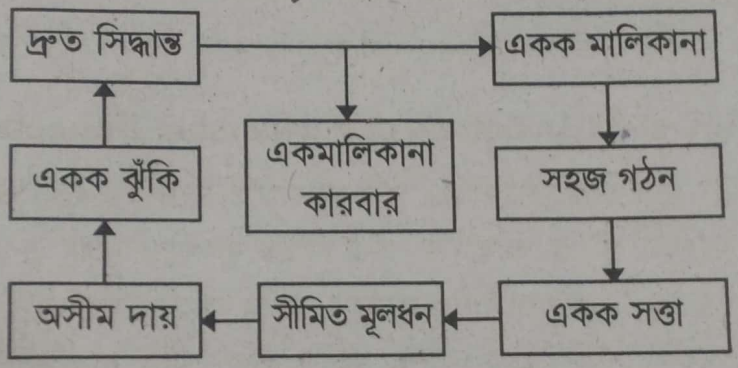

**১। গঠন (Formation)** ঃ এক মালিকানা কারবার গঠন করতে বিশেষ কোনো নিয়মকানুন অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। -কোনো ব্যক্তি অনায়াসে এ ধরনের কারবার গঠন করতে পারে।

**২। মালিকানা (Ownership)** ঃ এ কারবারের মালিক মাত্র একজন ব্যক্তি। তিনিই কারবারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ছানুযায়ী কারবার গঠন ও পরিচালনা করেন। মালিকানার ধরন অনুসারে এ ব্যবসায়ের নাম হয়েছে এক মালিকানা কারবার।

**৩। মূলধন (Capital)** ঃ এক মালিকানা কারবারে মালিক নিজেই মূলধন সরবরাহ করে থাকে। প্রয়োজনে সে আত্মীয়স্বজন বা বান্ধব কিংবা ব্যাংক থেকে বা অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ নিয়ে মূলধন গঠন করে।

**৪। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (Management & administration)** ঃ এ জাতীয় কারবারে মালিক নিজেই ব্যবস্থাপনা চালনার ভার গ্রহণ করে। অবশ্য ইচ্ছা করলে সে বেতনভোগী কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে মূলধন গঠন করে।

**৫। নিয়ন্ত্রণ (Controlling)** ঃ এক মালিকানা কারবারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ভার এর মালিকের উপর ন্যস্ত থাকে। সে স্বয়ং ক্র ন্য উৎপাদন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে এবং তা বাস্তবায়ন করে থাকে।

**৬। ঝুঁকি ও মুনাফা বন্টন (Distribution of risk & profit)** ঃ এরূপ কারবারের লাভ-লোকসানের সম্পূর্ণ ঝুঁকি মালিকে 'risks all, gains all'. কোনো কর্মচারী বা অন্য কেউ এর লাভ-লোকসানের জন্য দায়ী থাকে না। লাভ হলে মালিক একাই ে এবং লোকসান হলে দায় তাকেই বহন করতে হয়।

Scanned with CamScanner

৭। **দায় (Liabilities) ঃ** এরূপ কারবারের দায় মালিক একাই বহন করে। এর দায়দায়িত্ব সার্বিক ও সীমাহীন। কারবারে মোটাতে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরও টান পড়তে পারে।

৮। **সত্তা (Entity) ঃ** আইনের দৃষ্টিতে এরূপ কারবারের পৃথক কোনো সত্তা নেই। কারবার ও মালিক এক ও অভিন্ন সত্তার অধি

৯। **স্থায়িত্ব (Stability) ঃ** কারবারের স্থায়িত্ব মালিকের কর্মক্ষমতা বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সে ইচ্ছা করলে যে-কোনো কারবার গুটিয়ে ফেলতে পারে।

১০। **কারবারের আয়তন (Area) ঃ** সীমাহীন দায় এবং এক ব্যক্তির সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলে এ কারবার সাধারণ ক্ষুদ্র আ হয়ে থাকে।

১১। **নমনীয়তা (Flexibillity) ঃ** এক মালিকানা কারবারের মালিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নীতি ও কর্ম পরিবর্তন করে দ্রুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে।

১২। **সরকারি বিধিনিষেধমুক্ত (Free from Govt. restriction) ঃ** গঠন, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপসাধন ইত্যাদি এক মালিকানা কারবার সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

১৩। **প্রাচীনতম রূপ (Primitiveness) ঃ** এ কারবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম রূপ। প্রাচীন কাল থেকেই এটি খুব জনপ্রিয়।

১৪। **হিসাবনিকাশ (Accounts maintaining) ঃ** এক মালিকানা কারবারে মালিক তার ইচ্ছামাফিক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ থাকে। এতে সরকারি বিধিনিষেধ নেই।

১৫। **সার্বজনীনতা (Universality) ঃ** বিশ্বব্যাপী সবসময় এ ব্যবসায়ের প্রচলন থাকায় অন্যান্য কারবার সংগঠনের চে কারবারের জনপ্রিয়তা সব দেশেই সর্বাধিক।

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো এক মালিকানা কারবারকে অন্য সকল কারবার থেকে আলাদা করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

## ২.১.৩ অংশীদারি কারবারের সংজ্ঞা (Definition of Partnership Business) ঃ

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যে কারবার গঠন করে তার লাভ-ক্ষতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ তাকে অংশীদারি কারবার বলে। এক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বলতে ন্যূনপক্ষে দুজন এবং সর্বাধিক দেশের সংশ্লিষ্ট প্র আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যাকে বুঝায়। আমাদের দেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী এ সংখ্যা সা ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ২০জন এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ১০জনের অধিক হতে পারে না। অংশীদারি কারবার গঠনেচ্ছু ব্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিজেরা কারবারে মূলধনের যোগান দেয় এবং চুক্তি অনুসারে লাভ-লোকসান নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে অংশীদারি কারবারের স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই। এ কারবারের অংশীদারিদের দায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অসীম থাকে। অংশীদার বা সকলের পক্ষে যে-কোনো এক বা দুজন কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

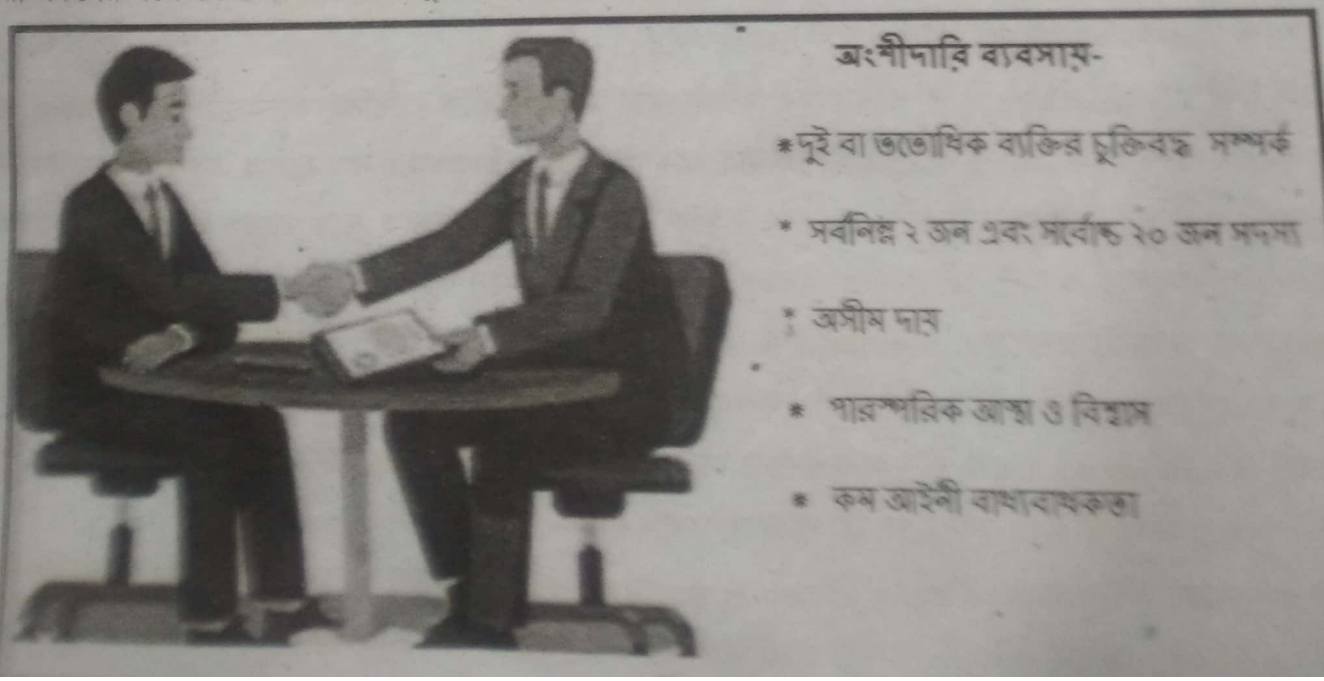


Scanned with CamScanner

নিচে অংশীদারি কারবারের কতিপয় প্রণিধানযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া হলো–

| | |
|---|---|
| 1. Act 1932, Sec 4 (১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারা) | "Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all." (মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট কোনো কারবার সকলে বা সকলের পক্ষে যে-কোনো একজন পরিচালনা করলে তাকে অংশীদারি কারবার বলা হয়।) |
| 2. Prof. M.I. Thomas (প্রফেসর এম.আই. থমাস) | "A partnership business is an association of people who carry on business together for the purpose of making profit." (কতিপয় ব্যক্তিবর্গের যে সংঘ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে কারবার পরিচালনা করে, তাকে অংশীদারি কারবার বলা হয়।) |
| 3. Uniform partnership Act (আমেরিকার দি ইউনিফরম অংশীদারি আইন) | "The Uniform Partnership Act : Partnership is an association of two or more persons to corry on as co-owners of a business for profit." (অংশীদারি কারবার হচ্ছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির এমন একটি সংঘ, যেখানে তারা সহমালিক হিসেবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কারবার পরিচালনা করে।) |

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, দেশে প্রচলিত অংশীদারি আইন অনুযায়ী মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সাধারণ ব্যবসায়ে কমপক্ষে ২ জন ও সর্বোচ্চ ২০ জন এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন ও সর্বোচ্চ ১০ জন স্বেচ্ছাকৃতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কারবার গঠন করে, তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

## ২.১.৪ অংশীদারি কারবারের বৈশিষ্ট্য (Features of Partnership Business) ঃ

অংশীদারি কারবারের কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে অংশীদারি কারবারের এ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হলো–

**১। গঠন (Formation) ঃ** অংশীদারি কারবার গঠনে আইনগত ঝামেলা নেই। একাধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ কারবার গঠন করতে পারে। তবে নিবন্ধন করলে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।

**২। চুক্তি (Deed) ঃ** চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি। চুক্তি ছাড়া এ কারবার গঠন করা যায় না। চুক্তি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে।

**৩। সদস্য সংখ্যা (Number of member) ঃ** সাধারণ অংশীদারি কারবারে সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ২০ জন, তবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

**৪। মূলধন (Capital) ঃ** এর মূলধন অংশীদাররাই যোগান দেয়। তারা মূলধন সমপরিমাণ বা কমবেশি পরিমাণেও সরবরাহ করতে পারে। এমনকি আদৌ কোনো মূলধন না দিয়েও কেউ অংশীদার হতে পারে।

**৫। সদস্যদের যোগ্যতা (Qualification of the member) ঃ** সাধারণত নাবালক, পাগল, দেউলিয়া প্রভৃতি ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ অংশীদারি কারবারের সদস্য হতে পারে।

**৬। ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ (Management & controlling) ঃ** কারবার পরিচালনার ক্ষমতা সকল অংশীদারদের থাকে। তবে কার্যত তারা এ ভার কোনো একজন বা দুজন অংশীদারদের উপর ন্যস্ত করে থাকে।

**৭। মুনাফা বণ্টন (Distribution of profit) ঃ** চুক্তি অনুযায়ী কারবারের মুনাফা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তবে চুক্তিতে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ না থাকলে অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা সমপরিমাণে অথবা মূলধন অনুপাতে বণ্টন করা হয়ে থাকে।

**৮। সত্তা (Entity) ঃ** আইনের দৃষ্টিতে অংশীদারি কারবারের আলাদা কোনো সত্তা নেই। অংশীদারদের ব্যক্তিগত সত্তা দিয়ে এটা পরিচিত।

**৯। অসীম দায় (Unlimited liability) ঃ** অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের দায় অসীম। অর্থাৎ কারবারের দেনার জন্য প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকে।

Scanned with CamScanner

১০। **অন্যকে দায়ী করার ক্ষমতা (Ability to charge others) ঃ** কারবার পরিচালনায় প্রত্যেক অংশীদারই তার কাজের অপরাপর অংশীদারকে দায়ী করতে পারে।

১১। **নিবন্ধন (Registration) ঃ** অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। এর নিবন্ধন অংশীদারদের ইচ্ছার উপর নির্ভর ক

১২। **স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান (Voluntary organization) ঃ** এটি একটি স্বেচ্ছামূলক কারবারি প্রতিষ্ঠান। এ কারবারে সদ স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদ, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে।

১৩। **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability of share) ঃ** অংশীদারি কারবারের কোনো অংশীদার তার শেয়ার বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারে না। তবে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে তা সম্ভব হয় এবং এক্ষেত্রে অংশীদারকে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়।

১৪। **কারবারের আয়তন (Size of business) ঃ** মূলধনের স্বল্পতা ও অসীম দায়ের জন্য এরূপ কারবারের আয়তন সাধা ক্ষুদ্র হয়ে থাকে।

১৫। **আইনের নিয়ন্ত্রণ (Control by law) ঃ** বাংলাদেশে ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন দ্বারা অংশীদারি কার গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৬। **কর প্রদান (Paid tax) ঃ** অংশীদারি কারবারকে অন্যান্য কারবারের ন্যায় আয়কর ও অন্যান্য কর প্রদান করতে হয়।

১৭। **সদ্বিশ্বাস (Mutual trust) ঃ** এ কারবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অংশীদারদের মধ্যে পরস্পর চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস স্থা করা। বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিলে যে-কোনো মুহূর্তে এ কারবার ভেঙে যেতে পারে।

১৮। **বিলোপসাধন (Dissolution) ঃ** অংশীদারগণ যে-কোনো সময় এ কারবারের বিলোপসাধন করতে পারে। কে অংশীদার অবসর নিলে বা দেউলিয়াপ্রাপ্ত হলে বা মৃত্যুমুখে পতিত হলে কারবারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

## ২.১.৫ যৌথ মূলধনী কারবারের সংজ্ঞা (Definition of Joint Stock Company) ঃ

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে এবং যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে যে কারবার গঠন করে, যৌথ মূলধনী কারবার বলে। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে এ কারবার গঠিত ও পরিচালিত হয়। এটি কৃত্রিম সত্তার অধিকারী নিজ নামে সর্বত্র পরিচিত। এর মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারবারের মূলধন কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বি মূলধনের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় শেয়ার। যে-কোনো ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানির মালিকানা লাভ করতে পারে। ক্রেতাকে 'শেয়ারহোল্ডার' বলে। শেয়ারগুলো হস্তান্তরযোগ্য এবং শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমিত। যৌথ মূলধনী কারবার নি পরিচালক পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের যৌথ মূলধনী কারবার ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

Scanned with CamScanner

## ২.২.৪ যৌথ মূলধনী কোম্পানির গঠনপ্রণালি (Formation of a Joint Stock Company) ঃ

কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠিত হয়। এর গঠনে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বা পদ্ধ অনুসরণ করতে হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠিত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নিচে কোম্পানির গঠন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো–

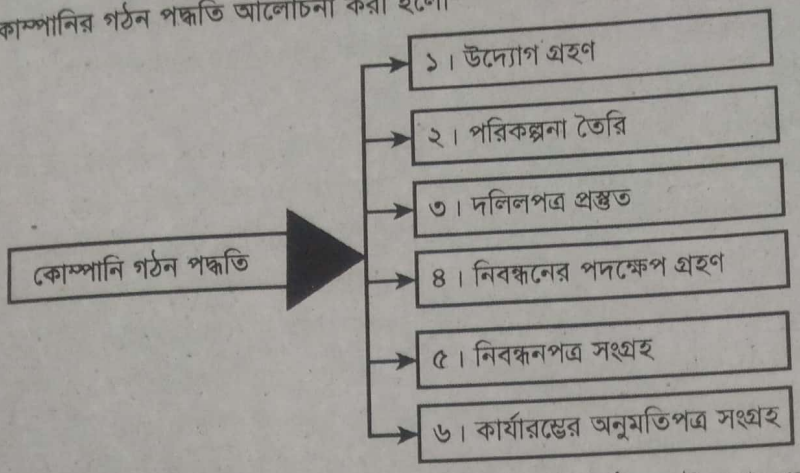


**১। উদ্যোগ গ্রহণ (Initiation) ঃ** কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্য একাধিক ব্যক্তিকে উদ্যোগী হ ব্যবসায়ের সম্ভাবনা ও সাফল্য সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে কোম্পানি সংস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। যে-সকল ব্যা কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন, তাদেরকে উদ্যোক্তা বা প্রবর্তক বলা হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনের ক্ষে কমপক্ষে ৭ জন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন উদ্যোক্তার প্রয়োজন হয়।

**২। পরিকল্পনা তৈরি (Preparing plan) ঃ** উদ্যোগ গ্রহণের পর উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির জন্য একটি বাস্তবানুগ পরিকল্প প্রণয়ন করেন। প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধন, সম্ভাব্য প্রাথমিক খরচ, প্রয়োজনীয় শ্রমিক-কর্মীর সংখ্যা, শেয়ারের সংখ্যা, শেয়ার মূল্য, সম্ভাব্য লভ্যাংশের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

**৩। দলিলপত্র প্রস্তুত (Preparing documents) ঃ** এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র যথা (ক) সংঘ-স্মারক বা পরিমেল বন্ধ এবং (খ) সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি প্রস্তুত করতে হয়।

**(ক) সংঘ-স্মারক বা পরিমেল বন্ধ (Memorandum) ঃ** সংঘ-স্মারক বা পরিমেল বন্ধ কোম্পানির মূল দলিল। এতে কোম্পানি নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধন, দায় ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। সংঘ-স্মারক বা পরিমেল বন্ধে উদ্যোক্তা বা প্রবর্তকগণের নামের পা স্বাক্ষর থাকতে হবে।

**(খ) সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি (Articles) ঃ** এটি কোম্পানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে কোম্পানির দৈনন্দি অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির বিবরণ থাকে। অর্থাৎ কোম্পানি কীভাবে পরিচালিত হবে তা এই দলিলে উল্লেখ থাকে। পাবলিক লিমিটে কোম্পানির ক্ষেত্রে সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি থাকা বাধ্যতামূলক নয়; এক্ষেত্রে কোম্পানি আইনে বর্ণিত 'তফশিল-১'-এ বিধৃ প্রবিধানসমূহ গ্রহণ করলেই চলে।

**৪। নিবন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ (Taking initiative of incorporation) ঃ** প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রস্তুতের পর উদ্যোক্তাগণ কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের দপ্তর হতে নির্দিষ্ট ফি প্রদান করে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হয়। উক্ত আবেদন ফ যথাযথভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ তা কোম্পানির নিবন্ধক বা রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করতে হয়। আবেদনপত্র সাথে নিম্নোক্ত দলিলগুলো দাখিল করতে হয়–

(ক) কোম্পানির সংঘ-স্মারক ১ কপি।

(খ) কোম্পানির সংঘবিধি ১ কপি। তবে কোম্পানি আইনের 'তফশিল-১'-এ বর্ণিত প্রবিধানসমূহকে কোম্পানির সংঘবি হিসেবে গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্র উদ্যোক্তাগণকে দাখিল করতে হবে।

(গ) কোম্পানির পরিচালক হবার জন্য সম্মতি প্রদানকারী ব্যক্তিগণের একটি তালিকা।

(ঘ) পরিচালক হিসেবে কাজ করার জন্য একটি লিখিত সম্মতিপত্রে নিজের স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্র অথবা লিখিতভা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রদত্ত ঘোষণাপত্র।

Scanned with CamScanner

(ঙ) পরিচালক হিসেবে কোম্পানির নিকট হতে যোগ্যতাসূচক শেয়ার গ্রহণ এবং তার মূল্য পরিশোধ করার নিমিত্ত একটি লিখিত চুক্তিপত্র।

(চ) পরিচালক কর্তৃক তার যোগ্যতাসূচক শেয়ারের কম নয় এমন সংখ্যক শেয়ার তার নামে নিবন্ধীকৃত করা হয়েছে– এই মর্মে একটি এফিডেভিট।

(ছ) কোম্পানি আইনের যাবতীয় শর্ত বা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে– এই মর্মে হাইকোর্টের একজন এডভোকেট বা কোম্পানির সংঘবিধিতে কোম্পানির পরিচালক, ম্যানেজার বা সচিব হিসেবে যার নাম উল্লিখিত আছে এমন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাপত্র।

৫। **নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ (To collect certificate of Incorporation) ঃ** উল্লিখিত দলিলপত্রসমূহ নিবন্ধকের নিকট দাখিল করার পর এদের সম্পর্কে নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে; তাতে কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পালিত হয়েছে, তাহলে তিনি তা সংরক্ষণ করবেন এবং এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন যে, উক্ত কোম্পানি নিগমিতকরণ (Incorporated) হয়েছে।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নিগমিতকরণের প্রত্যয়নপত্র বা নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের কারবার কার্য শুরু করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে ব্যবসায় আরম্ভ করতে হলে কোম্পানির নিবন্ধকের নিকট হতে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

৬। **কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ (To collect certificate of commencement) ঃ** কোম্পানিকে কারবার আরম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত বিধানগুলো পালন করতে হয়–

(ক) কোম্পানির পরিচালকগণকে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রির নিমিত্তে বিবরণপত্র তৈরি ও প্রচার করতে হবে।

(খ) কোম্পানিকে দেখাতে হবে যে–

(i) ন্যূনতম মূলধন গৃহীত হয়েছে;

(ii) প্রত্যেক পরিচালক তাঁর ক্রীত শেয়ারের অর্থ প্রদান করেছেন।

(গ) সব শর্ত পালিত হয়েছে– এই মর্মে পরিচালকের সত্যায়নসহ ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে।

(ঘ) কোম্পানি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র বা প্রসপেক্টাস প্রচার না করে থাকলে এর পরিবর্তে বিবৃতি বা প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হবে।

উপরোক্ত বিধানাবলি যথাযথভাবে পালন করা হলে নিবন্ধক বা রেজিস্ট্রার এই মর্মে প্রত্যয়ন করবেন যে, উক্ত কোম্পানি তার কার্যাবলি আরম্ভ করার অধিকারপ্রাপ্ত। নিবন্ধকের নিকট হতে ব্যবসায় আরম্ভের অনুমতিপত্র লাভের পর হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পূর্ণভাবে কাজ আরম্ভ করতে পারে।

## ২.২.৫ যৌথ মূলধনী কারবারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of a Joint Stock Company) ঃ

মালিকানা, দায়, গঠন, প্রকৃতি প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে যৌথ মূলধনী কারবারকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়–

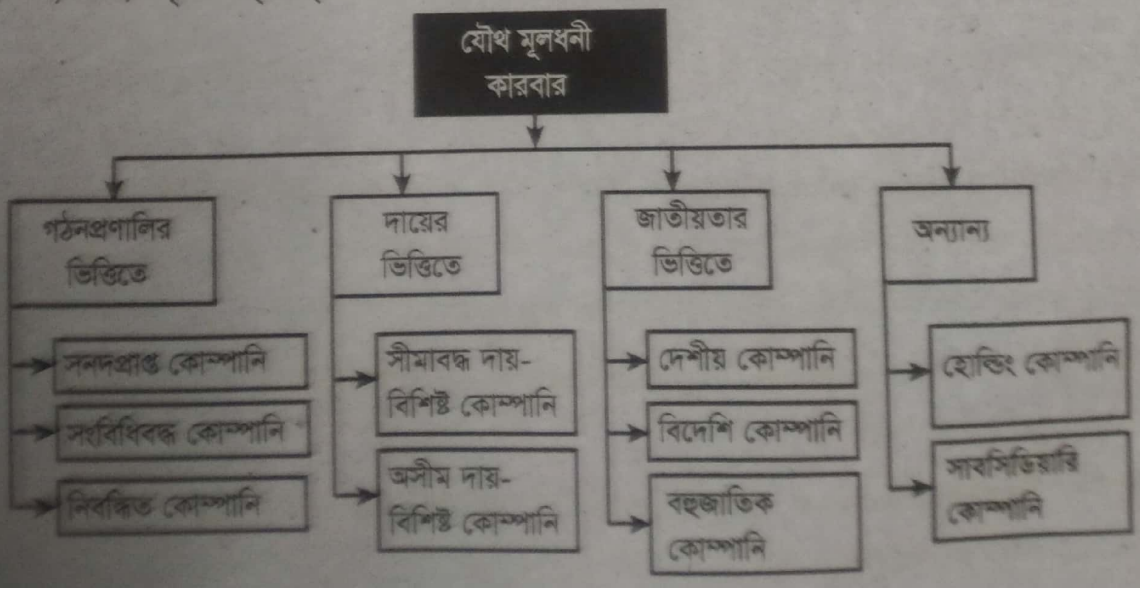


Scanned with CamScanner